১৭২

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...2·0 OCT. 1998...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

তুলনামূলক শিক্ষার চালচিত্র : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ফিরোজ আহাম্মদ

শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ ও ভবিষ্যৎ সমাজের হাতিয়ার। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন এবং সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান-আদর্শ মানুষ তৈরি করা, সেইসাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে, যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশে শিক্ষা সংকট অত্যন্ত ভীতিজনক অবস্থায়। শিক্ষক সমস্যা, ছাত্র রাজনীতি, হলে সীট সমস্যা, বেতন-ভাতা সমস্যা লেগেই আছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিংবা শিক্ষা বোর্ডগুলোতে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায় অহরহ। বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ এমনিতেই সীমিত। তারপরও হরতাল, অবরোধ, ভাংচুর এসবের কমতি নেই। দেশের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য সরকারকে বছর বছর দাতা সংস্থার কাছে হাত বাড়াতে হয়। ইউনিসেফ, ইউএনডিপি-এর মত সংস্থা দেশে কাজ করছে। যে দেশের শিক্ষা পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সেখানে জাতীয় উন্নয়নে ছাত্ররা কতটুক ভূমিকা রাখবে তা ভেবে দেখার বিষয়।

বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র রাজনীতি প্রকট হয়ে উঠছে। ছাত্রদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন অনায়াসে, শিক্ষার নামে চলে অস্ত্রের মহড়া, হল দখলের পালা। এমনকি বর্তমানে ছাত্রী পর্যন্ত ধর্ষণের খবর শোনা যায় অহরহ। রাজনীতির অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে প্রাণ দিতে হচ্ছে দেশের তরুণ মেধাবী সন্তানদের। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে যে কয়জন ছাত্র মারা গিয়েছে তাদের বিচারের নজীর আজো মিলেনি। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হয়ে আরো অপরাধ, জটিলতার সৃষ্টি করছে। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সঠিক পরিবেশ। নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সম্পন্ন না হওয়ার কারণে সেশন জ্যাম লেগেই আছে। ফলে অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন।

উচ্চশিক্ষার প্রতিকূলতার কারণে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ ইউরোপ, আমেরিকায় পাড়ি জমায়। উচ্চশিক্ষার করুণ অবস্থা আমাদের বিজ্ঞান শাখায়। সারা দেশের কলেজগুলোতে কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষায় স্নাতক পর্যায়ে আড়াই লাখ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। সেখানে বিজ্ঞান শাখায় মাত্র ১০/১২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। বিজ্ঞান শিক্ষার এই পশ্চাৎপদতা দেশের প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য বিরাট বাধা। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত কলেজগুলোতে ল্যাবরেটরী কিংবা গবেষণার সুযোগ নেই বললেই চলে।

দেশের স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলোর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালের ২১শে অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে অধিভুক্ত ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ৮৫০-এর উপরে। এর মধ্যে অনার্স পর্যায়ে পাঠদানকারী কলেজ ৮১ (সরকারী ৬৪, বেসরকারী ১৭টি), মাষ্টার্স প্রথম পর্যায়ের পাঠদান কলেজ ৬৫ (সরকারী ৪৮, বেসরকারী ১৭টি), মাষ্টার্স শেষপর্ব পাঠদানকারী কলেজ ৪৯ (সরকারী ৪৪, বেসরকারী ৫টি), আইন কলেজ ৪৫টি এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ ১৪টি। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের অনার্স কোর্স জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহের ভর্তি ১৫-০৪-৯৭ইং তারিখে শেষ হলেও এখনো ভর্তির জন্য প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক সেক্টরে ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিপূরক হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে।

১৯৯২, '৯৩ ও '৯৪ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র প্রতি খরচের একটি তুল্য হিসাবে দেখানো হলো (টাকা) :

	১৯৯২		
১৯৯৩	১৯৯৪		
প্রাইমারী	৪৯৩	৫৬৭	৪৭৫
মাধ্যমিক	১০৩৩	১৬৩৮	৪৭২
কলেজ	১০১৪	১১৪৬	১৪৮৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২২,২০৫	২২,৯৫৮	১১,৫০৩

সূত্র : Statistical pocket book Bangladesh, 1996

> যে দেশের শিক্ষা পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল সেখানে জাতীয় উন্নয়নে ছাত্ররা কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা ভেবে দেখার বিষয়। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্র রাজনীতি প্রকট হয়ে উঠছে। ছাত্রদের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হচ্ছেন অনায়াসে, শিক্ষার নামে চলে অস্ত্রের মহড়া, হল দখলের পালা। এমনকি বর্তমানে ছাত্রী পর্যন্ত ধর্ষণের খবর শোনা যায় অহরহ। রাজনীতির অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে প্রাণ দিতে হচ্ছে দেশের তরুণ মেধাবী সন্তানদের।

পূর্ব এশিয়ার মৌলিক ও উচ্চশিক্ষার সরকারী ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য ধরে রাখা হয়। কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, হংকং, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া সবকটি দেশ মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষা বাজেটের ৭০ শতাংশ বরাদ্দ করে। ১৯৮৫ সালে প্রতিজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের জন্য সিঙ্গাপুর ব্যয় করছে ৮৩৪ ডলার, ভারত ২৮ ডলার ও পাকিস্তান ২১ ডলার। শ্রীলংকা ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলি শিক্ষা বাজেটের একটা বড় অংশ উচ্চতর শিক্ষাস্তরগুলিতে বিশাল ভর্তুকির জন্য ব্যয় করে। বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যয় অসম। কারণ শিক্ষা নীতিগুলি অভিজাততন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাই যেখানে উঁচু আয়ের মানুষের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে সেখানে ভর্তুকি দেওয়ার ব্যাপারে তারা অতি আগ্রহী।

প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত একটি সুষ্ঠু, সুষম, বৈজ্ঞানিক ও উন্নত শিক্ষা কার্যক্রম গড়ে তোলা সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের প্রধান কাজ। সুষ্ঠু, বৈজ্ঞানিক ও প্রায়োগিক শিক্ষা নীতির অভাবে অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রকল্প নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেশে প্রকৃত শিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রসার ঘটা অসম্ভব নয়। বাংলাদেশে এ ধারাটি যেন প্রবলতর হয়ে উঠেছে। মোজাফফর আহমেদ তার এক সাম্প্রতিক গবেষণায় এটাই প্রমাণ করেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন গত কয়েক বছরে শিক্ষা খাতে বর্ধিত ব্যয় বরাদ্দ, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি, বরং তা প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দিয়ে ভর্তুকিতেই খরচ হয়ে গেছে। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতে দৃষ্টিগোচর কোন পরিবর্তন আনেনি।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিবছর শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় মাথাপিছু মাত্র ৫ ডলার বিনিয়োগ করে। মালয়েশিয়ায় ১৫০ ডলার এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্রে ৫৩০ ডলারের কথা বাদ দিলেও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির এ অঙ্কটা নিতান্তই কম। পাকিস্তানে ১০ ডলার, ভারতে ১৪ ডলার। বাংলাদেশে শিক্ষার উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে প্রতিবন্ধকগুলো, যেমন রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব এবং প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের মধ্যে বিকৃত অগ্রাধিকার। কিন্তু বাংলাদেশের সমস্যা আরো মৌলিক– পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব। বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্ক দুই-তৃতীয়াংশ নিরক্ষর। অত(৩,৪) প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা নিরক্ষর, ২৯ মিলিয়ন শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাইরে থাকছে। মোট জনসংখ্যার ৫২% চরম দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।

দক্ষিণ এশিয়ার শিক্ষা প্রসারের একটি খতিয়ান

শিক্ষা খাতে সরকারী ব্যয় (GNP%)

দেশসমূহ	১৯৬০	১৯৮০	১৯৯২	১৯৯৩-৯৪
ভারত	২.৩	২.৮	৩.৭	৩.৮
পাকিস্তান	১.১	২.০	২.৭	২.৭
বাংলাদেশ	০.৬	১.৫	২.৩	২.৩
নেপাল	০.৪	১.৮	২.৯	২.৯
শ্রীলংকা	৩.৮	২.৭	৩.৩	৩.২
ভুটান	-	-	-	-
মালদ্বীপ	-	-	৬.৬	৮.১

সূত্রঃ দক্ষিণ এশিয়ার মানব উন্নয়ন ১৯৯৭।

মাধ্যমিক স্তরের চালচিত্র অত্যন্ত করুণ। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক স্তরে বাংলাদেশে ছেলে-মেয়ে ভর্তির হার ছিল ২৬ ও ৯ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে এসে বেড়ে হয়েছে ৩৮ ও ২৪ শতাংশ। ভারতে ১৯৮০ সালে এ হার ছেলে ও মেয়েদের জন্য ছিল ৩৯ ও ২০ শতাংশ এবং ১৯৯৫ সালে এসে বেড়ে হয়েছে ৬০ ও ৪০ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১৯৮০ সালে ছেলে-মেয়ে ভর্তির হার ছিল ৫২ ও ৫৭ শতাংশ, ১৯৯৫ সালে এ হার বেড়ে হয়ে ৭২ ও ৮০ শতাংশ।

মাধ্যমিক স্তরের স্কুল ব্যবস্থাপনায় সমাজ ও অভিভাবক এমনকি শিক্ষকদের অংশীদারিত্ব অপ্রতুল। ফলে সমাজ নিরপেক্ষ সরকারী অনুদাননির্ভর সরকারী তত্ত্বাবধানের সীমাবদ্ধতায় মানসম্পন্ন মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অভিভাবক তার অমীমাংসিত আকাঙ্ক্ষা, ছাত্র তার প্রতারিত মানসিকতা, শিক্ষক তার বস্তুগত অভাব বোধ সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়।

শিক্ষার তৃতীয় স্তরে ১৮-২৫ বছর বয়সের জনসংখ্যার তুলনাঃ বাংলাদেশে গড়ে ৪%, ভারতে ৭%, নেপালে ৫%, পাকিস্তানে ৩%, শ্রীলংকায় ৬%।

সুতরাং আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সকল সুনাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে। ১৯৫২-১৯৭১ সালের মধ্যে ছাত্রদের যে প্রশংসনীয় ভূমিকা ছিল তা সকল ছাত্রের অনুসরণ করতে হবে।

কোন একটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকার, ব্যক্তি-গোষ্ঠীর একার পক্ষে উন্নয়নের শীর্ষে পৌঁছাইতে পারে না। থাকতে হবে সম্মিলিত প্রচেষ্টা। দেশের ছাত্র সমাজকে এই সংকটময় অবস্থা থেকে উত্তরণকল্পে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। তাহলে এই জাতি হবে নিরক্ষরমুক্ত। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সহজ ও সুন্দর হবে। দেশ ও জাতি হবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত। □